MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

আশুরা

করণীয় ও বর্জনীয়

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

আশুরা করণীয় ও বর্জনীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد

আশুরা আরবী শব্দ। মুহাররমের দশ তারিখকে আশুরা বলা হয়। আশুরার দিন অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। এদিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

আশুরার রোযা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মুকাররমায় ছিলেন তখনও আশুরার দিন রোযা রাখতেন। এরপর যখন মদীনা মুনাওয়ারায় গেলেন তখন নিজেও রোযা রাখতেন অন্যদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। প্রথমে আশুরার রোযা ফরয ছিল। যখন রমযানের রোযা ফরয হল তখন আশুরার রোযা নফল রোযা হিসাবে নির্ধারিত হল। তবে সাধারণ নফল রোযার চেয়ে এর গুরুত্ব বেশি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء،

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ও আশুরায় যেরূপ গুরুত্বের সঙ্গে রোযা রাখতে দেখেছি অন্য সময় তা দেখিনি। [সহীহ বুখারী ২০০৬]

আশুরার রোযা যেভাবে রাখতে হবে

আশুরা বা ১০ মুহাররমের সঙ্গে আরো একদিন ৯ বা ১১ মুহাররমে রোযা রাখা ভালো।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لئن بقيت إلى قابل، لأصومن التاسع

যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে ৯ তারিখেও অবশ্যই রোযা রাখব। [সহীহ মুসলিম ১/৩৫৯]

অপর এক হাদীসে এসেছে,

صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما، أو بعده يوما

তোমরা আশুরার রোযা রাখ এবং ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য পরিত্যাগ করে আশুরার আগে বা পরে আরো একদিন রোযা রাখ। [মুসনাদে আহমদ ২১৫৪]

আশুরার রোযার ফযীলত

হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله

আল্লাহর কাছে আমার আশা, তিনি এই রোযার মাধ্যমে বিগত এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। [সহীহ মুসলিম ১১৬২, জামে তিরমিযী ৭৫২]

ইসলামে আশুরার দিন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ইসলামে আশুরার দিন গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণ হল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিনকে গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত করেছেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এ দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা নিজে এই দীন, দীনের দলীল ও দলীলের উৎসসমূহ সংরক্ষণের ঘোষণা দিয়েছেন। এই দীন যেভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে আজও পর্যন্ত সেভাবেই সংরক্ষিত রয়েছে। সেজন্য রাসূলের ইন্তেকালের পরে এখানে নতুন করে কোনো সংযোজন-বিয়োজনের সুযোগ নেই। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পরে সংঘটিত কোনো মুসিবত বা আনন্দের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো দিন বা কোনো মাসের নতুন কোনো ফযীলত বা নতুন কোনো বিধান আবিষ্কার করা যাবে না। এমন করা হলে তা হবে পরিষ্কার বিদআত ও গোমরাহী।

আশুরার দিনকে কেন্দ্র করে দুই ধরনের প্রান্তিকতা পরিলক্ষিত হয়। কিছু লোক এ দিনে বিভিন্ন রকম সাজসজ্জা ও আয়োজনে মেতে উঠে, যেন এ দিনটি একটি খুশির দিন। পক্ষান্তরে আরেক শ্রেণীর মানুষ এদিনকে শোকের দিন সাব্যস্ত করে আহাজারি ও মাতমের ন্যায় গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আশুরা ও হযরত হুসাইন রা. এর শাহাদাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের প্রায় ৫০ বছর পর ৬১ হিজরীর ১০ মুহাররমে কারবালায় হযরত হুসাইন রাযি-এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। নিঃসন্দেহে তাঁর শাহাদাত তাঁর উচ্চ মর্যাদার বিষয়। কিন্তু উম্মতের জন্য তা অনেক বড় পরীক্ষা। আর এ ঘটনা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কোনো দিবসের ভালো-মন্দ বা শরীয়তের বিধিবিধান নতুন করে আরোপ করা বৈধ নয়, তাই হযরত হুসাইন রাযি. এর শাহাদতের মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশুরার দিনকে শোক উদযাপন দিবসে পরিণত করার সুযোগ নেই। এমনিভাবে এ দিনে এমন কোনো কাজও করা যাবেনা, শরীয়তে যা অনুমোদিত না।

বিপদাপদে মুমিনের করণীয়

মনে রাখতে হবে যে, দুঃখ ও আনন্দ উভয়টির বিধান শরীয়তে আছে। উম্মতের অবশ্য করণীয় হচ্ছে, সেই হুকুম অনুযায়ীই আমল করা। মুসিবতের সময় একজন বান্দার কী করণীয়, কী বর্জনীয় তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে নববীতে। যার সারকথা হল, কারো ইনতিকালে কিংবা যে কোনো বিপদাপদে শরীয়তের হুকুম হল সবর করা। শরীয়ত সবরের দুআও শিখিয়ে দিয়েছে। তন্মধ্যে দুটি দুআ হলো,

إِنّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعطَى، وَكُلّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُسَمّى، (فَلْتَصبِرْ، وَلْتَحتَسِبْ)

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে উঠিয়ে নিয়েছেন সে তাঁরই। যাকে

আশুরা করণীয় ও বর্জনীয়

আশুরা করণীয় ও বর্জনীয়

রেখে দিয়েছেন সেও তাঁর। তাঁর কাছে প্রত্যেক জিনিসেরই নির্ধারিত মেয়াদ রয়েছে। (তাই আমাদের উচিত সবর করা এবং আল্লাহ তাআল-ার কাছে সওয়াবের আশা করা।) [সহীহ বুখারী ১২৮৪]

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

অর্থ: নিশ্চয় আমরা সকলেই আল্লাহর। তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাকে এই মুসিবতের সওয়াব দান করুন। যা হারিয়েছি আমার জন্য তার চেয়ে উত্তম কিছুর ব্যবস্থা করুন। [সহীহ মুসলিম ৯১৮]

সংক্ষিপ্তাকারে মুসীবতের সময় শরীয়তের শিক্ষা এই,

إنه مهما كان من العين والقلب، فمن الله، ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان، فمن الشيطان

চোখ আর দিল থেকে যা কিছু আসে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তা রহমতের অংশ। কিন্তু যা কিছু হাত ও জিহ্বা থেকে আসে তা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। [মুসনাদে আহমাদ ২১২৭]

অর্থাৎ কেবল চোখ থেকে অশ্রু ঝরা কিংবা পেরেশান হওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। এটা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এটা ঐ রহমতের প্রকাশ, যা আল্লাহ বান্দার হৃদয়ে দান করেছেন। কিন্তু পেরেশানীর কারণে যদি মানুষ তার হাত কিংবা মুখ দ্বারা অনুচিত কাজ শুরু করে তাহলে এটা হয় শয়তানের আনুগত্য থেকে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা নারায হন।

বিপদাপদে শোক-বিলাপ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

বিপদাপদে অধৈর্য হয়ে অভিযোগপূর্ণ কথা বলা, জাহেলী পন্থায় বিলাপ করা, হাত পা ছোড়া, বুক চাপড়ানো, চেহারা খামচানো, শোকের পোশাক পরা এসবই হারাম। শরীয়তে খুব কঠোরভাবে তা থেকে বারণ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية

যে ব্যক্তি মুখে আঘাত করে, জামার বুক ছিঁড়ে, জাহিলী যুগের বিলাপ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [সহীহ বুখারী ১২৯৪; সহীহ মুসলিম ১৬৫]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق

আমি ঐ ব্যক্তি থেকে মুক্ত, যে শোকে মাথা মুণ্ডায়, বুক চাপড়ায়, কাপড় ছিঁড়ে। [সহীহ মুসলিম ১৬৭, সহীহ বুখারী ১২৯৬]

আশুরায় শিয়া সম্প্রদায়ের মাতম ও তাজিয়া মিছিল

শরীয়তের সমস্ত বিধান লঙ্ঘন করে শিয়া সম্প্রদায় হযরত হুসাইন রাযি. এর শাহাদাতের দিনকে মাতমের দিন বানিয়ে নিয়েছে। অথচ ইচ্ছাকৃতভাবে মুসিবতের দিনকে স্মরণ করতে থাকা এবং আহাজারি, কান্নাকাটি করা জাহেলী পদ্ধতি, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। তিন দিনের বেশি শোক পালনের অনুমতি শরীয়তে নেই। শুধু স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত শোক পালনের নিয়ম রয়েছে।

এ দিনে মাতম করা যদি জায়েয হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের দিনকে মাতমের দিন হিসাবে নির্ধারণ করা হত। হযরত আলী রাযি. এর শাহাদতের দিনকে মাতমের দিন হিসাবে নির্ধারণ করা হত..।

শিয়ারা তাদের মাতম জলসায় সেসব কাজই করে, হাদীস শরীফে যাকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

তাযিয়া মিছিল

শিয়া সম্প্রদ্রায় এসব হারাম বিদআত এর সাথে তাযিয়া নামে আরেকটি শিরক সদৃশ ভয়াবহ বিদআতকে যুক্ত করেছে। এই বিদআতের আবিষ্কার হয়েছে হযরত হুসাইন রাযি. এর শাহাদতের প্রায় এক হাজার বছর পর।

তাযিয়ায় শিয়ারা হযরত হুসাইন রাযি. এর সমাধির প্রতিকৃতি নিয়ে মিছিল বের করে। তারপর মিছিলে মাতম করে, বুক চাপড়ায় ও জিঞ্জির দিয়ে পিঠের উপর আঘাত করে রক্তাক্ত করে। এছাড়াও এর সাথে আরো বহু কুপ্রথা জড়িয়ে আছে।

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

আশুরা করণীয় ও বর্জনীয়

তাওহীদে বিশ্বাসী কোনো মুসলমান তাযিয়া প্রথায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

তাযিয়া মিছিল দেখা

বিনোদনের জন্য অনেকে তাযিয়া মিছিল দেখা ও এতে শরীক হওয়ার মত কাজে লিপ্ত হন। যেহেতু এটি একাধিক শিরক সম্বলিত একটি কুপ্রথা, তাই তা থেকে সর্বতোভাবে নিজেকে বিরত রাখা অপরিহার্য।

একই সাথে নিজেদের শিশু-কিশোরদেরকে আনন্দ-বিনোদনের জন্যও তাযিয়া মিছিল দেখা থেকে বিরত রাখা উচিত।

এক নজরে আশুরার দিনে করণীয় ও বর্জনীয়

১. আশুরা বা ১০ মুহাররমে ও তার পূর্বের দিন কিংবা পরের দিন রোযা রাখা। অর্থাৎ ৯, ১০ কিংবা ১০, ১১ তারিখে রোযা রাখা।

২. এ দিনে বিশেষভাবে তাওবা-ইস্তিগফার করা। ইসতিগফারের প্রাণ হল তাওবা। আর তাওবার হাকীকত হল, আল্লাহ তাআলার নাফরমানী ছেড়ে তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা। অতীতের অন্যায়গুলোর কাফফারা আদায় করা। যে অন্যায়ের জন্য শরীয়ত যে ধরনের কাফফারা আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছে, তাই আদায় করবে। বিশেষ করে মানুষের কোনো হক নষ্ট হয়ে থাকলে সেগুলো আদায়ের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিবে।

ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে উত্তম হল, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ইসতিগফার বিষয়ক দুআগুলো বুঝে বুঝে মুখস্থ করে সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইস্তিগফারের দুটি দুআ এখানে উল্লেখ করা হল।

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَٰسِرِينَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি রহম না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত।

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ

হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী। [সূরা আম্বিয়া (২১) : ৮৭]

একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইসিতগফারের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায় হচ্ছে, কুরআনে কারীমে অথবা হাদীস শরীফে যে আমল ও ইবাদতের প্রসঙ্গে মাগফিরাতের ওয়াদা করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া।

এই তালিকায় সর্বপ্রথম রয়েছে ফরয নামায ও অন্যান্য ফরয ইবাদত। এরপর মাগফিরাত পাওয়ার আমলগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। তাছাড়া দান-সদকা, যিকির-আযকার ও অন্যান্য নফল ইবাদত তো রয়েছেই।

যিকির ও দুআর মধ্যে সবচে বরকতর্পূণ আমল হল দরূদ শরীফ। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত ও মাগফিরাত লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

মা'ছূর দরূদ শরীফের মধ্যে সংক্ষিপ্ত একটি দরূদ এই–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيْ

আশুরার দিন যা কিছু বর্জনীয়

১. আশুরাকে শোক উদযাপনের দিবস মনে করে তা পালন করা।

২. শোক-বিলাপ করা, তাজিয়া মিছিল করা।

৩. আশুরার দিন ও মুহাররম মাসকে অশুভ মনে করা।

৪. আশুরার দিন সওয়াবের নিয়তে গোসল করা, সুরমা লাগানো, খেজাব ব্যবহার করা।

৫. আশুরার দিন ঘরবাড়ি, মসজিদ ও কবরস্থানে আলোকসজ্জা করা।

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

আশুরা
কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

আশুরার দিনে কী কী ঘটনা ঘটেছে

যেসব ঘটনা প্রমাণিত

আশুরার দিনের ঘটনা সম্পর্কে লোকমুখে অনেক কিছু শোনা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কেবল দুটি ঘটনা আশুরার দিনে ঘটার বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।

১. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাথীদের ফেরাউন ও তার সৈন্যদের থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘটনা; যেখানে দরিয়ায় রাস্তা বানিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নিরাপদে পার করে দিয়েছেন।

২. এই রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করার সময় ফেরাউন ও তার সৈন্যদেরকে দরিয়ায় ডুবিয়ে ধ্বংস করার ঘটনা।

এ দুটি ঘটনা বিভিন্ন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের অনেক কিতাবে ঘটনাদুটি বর্ণিত হয়েছে। [সহীহ বুখারী, ৩৩৯৭, ৩৯৪৩ সহীহ মুসলিম, ১১৩০]

যয়ীফ সনদে বর্ণিত ঘটনা

১. আশুরার দিনে হযরত আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল হয়েছে

একথা 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' (আবুল কাসিম ইস্পাহানী রাহ. কর্তৃক সংকলিত) এর ১৮৬৮ নং রেওয়ায়েতে এসেছে। কিন্তু রেওয়ায়েতটির সনদ খুবই দুর্বল। এর সনদে দিরার ইবনে আমর নামে একজন রাবী আছেন, যার সম্পর্কে ইমাম ইবনে মায়ীন রাহ. বলেছেন- لا شيء। [লিসানুল মীযান ৪/৩৪০] এছাড়া আরও কিছু রেওয়ায়েতে এই কথা এসেছে, সেগুলো মওযু (ভিত্তিহীন)।

অবশ্য কোনো কোনো তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা হযরত আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে আশুরার দিনের কথা বলতেন। [দেখুন-লাতাইফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠাঃ ১১৩-১১৫ আল-ইলাল ওয়া মারিফাতির রিজাল, (আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমাদ রাহ.কৃত) বর্ণনা নম্বর : ৩৭৯৫]

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

আশুরা কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

২. ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম আশুরার দিন হয়েছে

'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব'- (আবুল কাসিম ইস্পাহানী রাহ. কৃত) এর পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতেতেই একথা এসেছে। এর সনদ খুবই দুর্বল যেমনটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

৩. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কিশতী যেদিন জূদী পাহাড়ে থেমেছিল সেই দিনটি ছিল আশুরার দিন।

একথা মুসনাদে আহমাদের একটি রেওয়ায়েতে এসেছে। কিন্তু তার সনদ দুর্বল। হাফেয ইবনে কাসীর রহ রেওয়ায়েতটিকে 'গারীব' বলেছেন। [দেখুন- মুসনাদে আহমাদ ১৪/৩৩৫, হাদীস ৮৭১৭ (শায়খ শুয়াইব আরনাউতকৃত হাশিয়াযুক্ত নুসখা), তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪/৩২৪]

ভিত্তিহীন ঘটনা

আশুরার দিন আল্লাহ তায়ালা হযরত ইদরীস আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এ দিনই তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুন্ড থেকে রক্ষা করেছেন, মূসা আলাইহিস সালামকে তাওরাত দিয়েছেন, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর জন্য আসমান থেকে দুম্বা পাঠিয়েছেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জেলখানা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এ দিনই ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। এ দিনই আইয়ুব আলাইহিস সালামকে আরোগ্য দান করা হয়। ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেট থেকে মুক্তি দান করা হয়। এ দিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বাপর সব গোনাহ ক্ষমা করা হয়। এ দিনই ইউনুস আলাইহিস সালাম এর কওমের তাওবা কবুল করা হয়, ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়, সুলাইমান আলাইহিস সালামকে রাজত্ব দান করা হয়। এ দিনই আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ও সমুদ্ররাজি সৃষ্টি করা হয়। এ দিনই আল্লাহ তাআলা লওহে মাহফূয ও কলম সৃষ্টি করেছেন।

এদিন হযরত ইদরীস আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়। এ দিনই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ

করেছেন। এ দিনই দাউদ আলাইহিস সালাম এর গুনাহ ক্ষমা করা হয়। এ দিনই আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন হন।

এসব ঘটনা আশুরার দিনে ঘটেছে বলে লোকমুখে প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত একটি পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং বিভিন্ন জাল রেওয়ায়েতের অংশবিশেষ। অতএব এগুলো বিশ্বাস করা ঠিক নয়। ওয়াযে, বক্তৃতায়, বলায় কিংবা লেখায় এগুলো পরিহার করে চলতে হবে।

[আল মাওযূআত ২/৫৬৮-৫৭২, লিসানুল মীযান ২/৫৪৬-৫৪৮, আললাআলিল মাসনূআ ২/১০৮-১১০, আলআসারুল মারফূআ, ৯৪-৯৬]

আশুরার দিনে কি কেয়ামত সংঘটিত হবে?

আশুরার দিন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথাও কোনো সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। এটিও বিভিন্ন মওযু রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে। নির্ভরযোগ্য কোনও রেওয়ায়েতে একথার কোনও আলোচনাই আসেনি। [ঐ]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, আশুরার দিনের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আমরা কেবল দুটি ঘটনার কথাই বলতে পারি, যা নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা বলা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

আশুরার দিনের আমল ও ফযীলত সংক্রান্ত কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

আশুরার নির্দিষ্ট নিয়মের নামাযের ফযীলত

কোনো কোনো ভিত্তিহীন বর্ণনায় আছে যে, আশুরার দিন যে ব্যক্তি চার রাকাত নফল নামায পড়বে এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে পঞ্চাশবার করে সূরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মোচন করে দিবেন এবং বেহেশতে ফেরেশতাদের থাকার এলাকায় তার থাকার জন্য নূর দ্বারা এক হাজার প্রাসাদ তৈরি করে রাখবেন।

আশুরা কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসহ আশুরার নির্দিষ্ট নিয়মের নামায সংক্রান্ত যত বর্ণনা রয়েছে, সবগুলো ভিত্তিহীন। [আলমাওযূআত, ২/১২২]

আশুরায় রোগীর সেবার ফযীলত সংক্রান্ত ভিত্তিহীন বর্ণনা

আশুরার দিনে যে ব্যক্তি কোনো রোগীর শুশ্রূষা করল সে যেন সমস্ত আদম সন্তানের সেবা-শুশ্রূষা করল। [আললাআলিল মাসনূআ, ২/৯৩, তানযীহুশ শরীয়া, ২/১৫১]

আশুরায় ক্ষুধার্তকে পানাহার করানো ও ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো প্রসঙ্গে ভিত্তিহীন বর্ণনা

যে ব্যক্তি আশুরার দিন কোনো মুসলমানকে আহার করাবে সে যেন উম্মতে মুহাম্মদীর সকল দরিদ্রকে পেট ভরে আহার করালো।

যে ব্যক্তি আশুরার দিন কোনো ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে, তার জন্য জান্নাতে প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদা উন্নীত করা হবে। [আললাআলিল মাসনূআ ২/৯২,৯৩, তানযীহুশ শারীয়া ২/১৪৯, আলআশারুল মারফূআ, ৯৪]

আশুরায় সাজ-সজ্জা গ্রহণের ফযীলত সংক্রান্ত ভিত্তিহীন বর্ণনা

যে ব্যক্তি আশুরার দিনে চোখে সুরমা লাগাবে তার চোখ কখনো অসুস্থ হবে না।

যে ব্যক্তি আশুরার দিন গোসল করল সে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হবে না।

ইমাম হাকেম রহ বলেন, আশুরার দিন চোখে সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত গ্রহণযোগ্য কোনো বর্ণনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি। আর এটি একটি বিদআত, যা হুসাইন রা. এর হত্যাকারীরা নিজেদের থেকে বানিয়ে নিয়েছে।

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী রহ বলেন, আশুরার দিন সুরমা লাগানো, খেজাব ব্যবহার ও গোসল করা সংক্রান্ত যত বর্ণনা রয়েছে সবগুলো জাল

ও ভিত্তিহীন। [আলমাওযূআত ২/২০৩, লাতাইফুল মাআরিফ ৭৬, আলমাকাসিদুল হাসানাহ ৬৩২,৬৩৩, বর্ণনা নং ১০৮৫, তানযীহুশ শরীয়া ২/১৫১]

আশুরার রোযার নির্দিষ্ট ফযীলত

আশুরার দিনের রোযার নির্দিষ্ট ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে কেবল একথাই পাওয়া যায় যে, এর দ্বারা পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এছাড়া বিভিন্ন মওযূ ও জাল বর্ণনায় কিছু ফযীলত উল্লেখিত হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ,

১. যে ব্যক্তি আশুরার দিনে রোযা রাখে আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় ষাট বছর রোযা রাখার এবং ষাট হাজার বছর রাত জেগে ইবাদত করার সওয়াব লিখে দেন।

২. যে ব্যক্তি আশুরায় রোযা রাখবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দশ হাজার শহীদ এবং দশ হাজার হাজীর সওয়াব দান করবেন।

৩. যে ব্যক্তি মহররম মাসের আশুরার তারিখে রোযা রাখে আল্লাহ পাক তাকে দশ হাজার ফেরেশতার সওয়াব দান করেন।

৪. যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোযা রাখে তা তার চল্লিশ বছরের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

৫. আশুরার তারিখে রোযা আদায়কারীর আমলনামায় সাত আসমান-জমিনের অধিবাসীদের সওয়াব লিখে দেওয়া হয়। এই সবগুলো বর্ণনাই ভিত্তিহীন

[দ্রষ্টব্যঃ আলমাওযূআত ২/২০২, আললাআলিল মাসনূআ ২/৯২, তানযীহুশ শারীয়া ২/১৪৯]

পরিচিতি

'মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ' একটি অরাজনৈতিক দীনী গবেষণা ও দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান। সালাফে সালেহীনের আদর্শে উজ্জীবিত, কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও যুগচাহিদা সম্পর্কে সচেতন বিজ্ঞ আলেমদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ১৪৪২ হিজরী সনে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ইলমে ওহীর আলো থেকে দূরে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঈমানী চেতনা জাগ্রত করা, চিরসত্য ইসলামের সুন্দর ও কল্যাণকর শিক্ষার সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করা, ইসলামের উপর আরোপিত অজ্ঞতাসুলভ আপত্তির সন্তোষজনক জবাব দেওয়া এবং আরবী ভাষায় গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা, হাদীসগ্রন্থসমূহের শাস্ত্রীয় মানসম্পন্ন টীকা-ভাষ্য, অনুবাদ প্রকাশ এবং বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য প্রয়োজনীয় দীনী বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা।

এ ছাড়াও এমন একদল যোগ্য দায়ী আলিম প্রস্তুত করা মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর অন্যতম লক্ষ্য, যারা সমাজের প্রয়োজন ও যুগ-চাহিদা অনুধাবন করে ইসলামের সঠিক বার্তা জাতির সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

আলহামদুলিল্লাহ এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ শরীয়তের নীতি ও বিধান অনুযায়ী ইতোমধ্যেই সীমিত পরিসরে শিক্ষা ও দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের মাঝে দীনী সচেতনতা বিস্তারের লক্ষ্যে এর উন্মুক্ত দীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক অনলাইনে দীনের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের কোর্স, উন্মুক্ত দারসে হাদীস ও অনলাইন মুহাযারা-এর আয়োজন চলমান রয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় আরবী-বাংলা পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এর রচনা-গবেষণা বিভাগের পদচারণাও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:

mibd.org

facebook.com/MuassasaIlmiyahBD

ইসলামী শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহর বিস্তৃত অঙ্গনে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর এ পথচলা যাতে নিরবচ্ছিন্ন গতিশীল থাকে, সেজন্য সকলের আন্তরিক দুআ কাম্য।

আল্লাহ তায়ালা মুআসসাসা ইলমিয়্যাহকে কবুল করে নিন এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাব-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিন - আমীন।

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত মূল্যবান গ্রন্থসমূহ

প্রকাশিত বই

হজ গাইডলাইন

উমরা গাইডলাইন

এক ঝলকে কুরআন কারিম

আল ইতিবার

কিতাব পরিচিতি

আদ দুরারুস সামীনা

কুরবানী গাইডলাইন

কালিমাত আন আখয়ারিশ শায়খ আবদিল মালিক

যাকাত ক্যালকুলেশন ফরম

ঈমানের দাবি

কিফায়াতুল মুতাগাযী (১-৬ খণ্ড)

অনলাইন প্রকাশনা

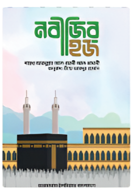
নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হজ

যাকাত ক্যালকুলেশন ফরম

কুরবানী গাইডলাইন

আশুরা: করণীয় ও বর্জনীয়

আশুরা: কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা

সীরাত অধ্যয়ন: উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও সতর্কতা

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

মোবাইল : +8801871746798, +8801830540520

Mibd.Org

Facebook.Com/Muassasailmiyahbd